মোহভোগ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক

প্রণীত।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভৌমিক ও

শ্রীরাধিকামোহন বসাক কর্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৭৭। ৫ই মাঘ।

শ্রীনবীনচন্দ্র দে প্রিন্টেড।

মূল্য।০ চারি আনা।

ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত।

ভূমিকা।

মহাভারতের "বাসব নহুষ" সংবাদ অবলম্বন করিয়া এই কাব্য লিখিত হইল। মহাভারতে সংবাদটী যেরূপ আছে, স্থলে স্থলে তাহার অন্যথারূপে কল্পিত হইয়াছে।

কাব্যের নায়ক দেবরাজইন্দ্র অত্মকৃত পাপে অনুতাপিত হইয়া আত্মনির্ব্বাসিত হন। সগুরুদেবগণ তপোব্রতনিরত নহুষ রাজর্ষিকে তাঁহার পদাভিষিক্ত করেন। রাজর্ষি শচীর প্রতি আশক্ত হইয়া তাঁহাকে ভোগ্যা করিতে চান। পরে তাঁহাকে নির্ব্বাসিতা করেন। তিনি সখীসহ পতির অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে এক দ্বীপগিরিতে প্রাপ্ত হন।

ভিন্ন২ ব্যক্তির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল তাঁহাদের বাক্য বিন্যস্তকরা হইয়াছে। বাক্যেরদ্বারা প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যের জ্ঞানহইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান হইবে। প্রভাত প্রভৃতির বর্ণনা কবির উক্তিতে করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে যে সকল উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ কারণানুমান আছে, তদ্দারা পূর্ব্বাপর ঘটনার সমন্বয় করা হইয়াছে।

যে উক্তি যাঁহার তাহার এক নির্ঘণ্ট নিম্নে দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা আরম্ভ

১ " হায় হায়, হইতে ৮ম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় চম্পকের শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রের বেত্র ত্রিশিরা বধের পাপবিলপন।

৮ " অস্তে গেলা, ইত্যাদি কবির উক্তি

৯ " আর সখি কি বলিলি,, শচীর উক্তি

১০ " আপাপিনি,, শচীর উক্তি।

১১ " কেন সখী অধীরা এমন,, শচীর সখীর উক্তি

১৩ " আর কি ঘুচাবে এই নয়নের জল,, শচীর উক্তি।

ঐ " ক্রমে দিন নিশি গেল,, কবির উক্তি। ইহার উৎপ্রেক্ষার দ্বারা ইন্দ্রের আত্মনির্ব্বাসন ও রাজর্ষি নহুষের বরণের সূচনা করা হইয়াছে।

" একি আজ কেন নলিনি,, রাজর্ষি নহুষের উক্তি। এই কবিতাটীতে মাঘের প্রথমের কয়েকটী কবিতার অন-

বিকল অনুকরণ করা হইয়াছে।

" অস্তাচল গুহাগামী ,, কবির উক্তি ইহার ' অতিথি নহুষের বরিতা

১৫ " ধন্য তপশ্চর্য্য মম ,, নহুষের বরিতার প্রতি উক্তি।

ঐ "মূঢ় আমি নরাধম,, নহুষের বরিতার প্রতি উত্তর প্রদান।

ঐ " চলি গেলা অতিথি,, কবির উক্তি ইহার চন্দ্রাশ্রিত উৎপ্রেক্ষা দ্বারা নহুষের কর্ত্তব্যাভিনিবেশের সূচনা করা হইয়াছে।

১৬ "ভাবিলাম শেষ কালে,, নহুষের শংসিতি

১৭ "হেচিত্ত সুধাণ্ড,, নহুষের শংসিতি

১৮ "প্রভুর যন্ত্রণা যাহা নাহি ,, নহুষের শংসিতি

ঐ " হে চিত্ত অমৃত ধামে,, নহুষের শংসিতি

২০ " অথবা জীবিতরত্ন, নহুষের শংসতি

ঐ " প্রফুল্ল স্বভাব কান্তি প্রভাত উদয়,,

কবির উক্তি। ইহার উৎপেক্ষার দ্বারা নহুষের তপোবনকৃত রাজাভিষেকে মঙ্গলাচরণ উদ্ভাসিত করা হইয়াছে।

২০ " উঠিল গগনে রথ ., কবির উক্তি

ঐ "কি বিচিত্র ভাব আজি,; কবির উক্তি ইহার দ্বারা নহুষের প্রকৃতির দ্যোতনা হইয়াছে।

২১ " অহ উচ্চ সরে,, কবির উক্তি

ঐ " গেল দিন যত., কবির উক্তি

২২ " সাবধান২ পুরবাসিগণ,, একজন দেবপুরবাসীর উক্তি।

ঐ "মহাভাগ মোর হিতব্রতী যত., দেবগুরু বৃহস্পতির উক্তি।

২৪ "প্রকৃতি তোমার তোমায় সকল,, দেবগুরুর উক্তি।

২৫ "মূষিক মার্জ্জারহয় মার্জ্জার কেশরী,, নহুষের উক্তি।

ঐ "হা ধিক্‌রে অধীনতা ধিক্‌ ধিক্‌

তোরে,, ইন্দ্রসখা চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের উক্তি।

১৬ "কেনহে সুহৃদ্ তুমি,, শচীর উক্তি

ঐ "কোথা ওহে দয়াময় পতিত পাবন,, শচীর উক্তি।

২৭ "হে সুন্দরি জানত অধীন মোর,, শচীর প্রতি নহুষের উক্তি।

২৮ হে তপস্বি তুমি যেই মহা পুরপতি,, শচীর উক্তি।

ঐ "নহ তুমি গুরুপত্নী,, নহুষের উক্তি।

২৯ "কোথা হেন অকৃতজ্ঞ আর,, নহুষের উক্তি।

৩০ করিব উক্তি ইহার দ্বারা নহুষের ক্রোধের সূচনা করা হইয়াছে।

৩১ " নদ তট দর্শন,, কবির উক্তি।

ঐ "কামি জন পাবিনী,, কবির উক্তি।

৩২ "যোগিনী যদ্যপি হও,,কবির নির্ব্বাসিতা শচী ও তাঁহার সখীর প্রতি উক্তি।

ঐ " দেখ স্রোতস্বী স্রোত,, কবির উক্তি

৩৩ "কোথায় যাইবে বৃথা অন্বেষণ কার,, কবির উক্তি।

ঐ " আসে এই সিন্ধু পারে,, কবির উক্তি

৩৫ " ধন্য ধন্য হে কল্যাণী,, কবির উক্তি

ঐ "যোড়করে,, শচীর শংসিতি।

৩৬ "অহে তরুবর,, শচীর শংসিতি।

ঐ "জলদ দেখিনা সখীকই,, শচীর উক্তি

৩৭ "নমি যোড়করে,, শচীর শংসিতি।

৩৮ "অহে সখি দেখিছ কেমনে,, হইতে ৪২ পৃষ্ঠার প্রথমবিভক্তি দ্বিতয়ের শেষ পর্য্যন্ত শচী ও তাঁহার সখীর কথোপকথন।

৪২ "অরুণেরসহ রবি,, কবির উক্তি। ইহার উৎপ্রেক্ষা দ্বারা শচীর তাঁহার সখীর সহিত সিন্ধুগর্ব্ভস্থ পর্ব্বতে উত্তরণ উদ্ভাসিত করা হইয়াছে।

ঐ "নমি মোরা হেদেব!,, শচীরশংসিতি

৪৩ "সখী আর কত দিন,, শচীর উক্তি।

৪৪ "সখীরে দুখের ভার,,শচীর উক্তি।

ঐ "যেখানে থাকহকান্ত,,শচীরশংসিতি।

৪৫ "কি হল কি হল হায় হায়,, শচীর স-
খীর বিলাপ।

৪৯ " সংসারের মহিমা ,, কবির উক্তি।
ইহার দৃষ্টান্তের দ্বারা ইন্দ্রের সমা-
গম লাভের সূচনা করা হইয়াছে।

৫০ " অরে সখী কোথা ,, শচীর উক্তি।

৫১ " অহে কপোতদম্পতী ,, কবির
উক্তি। ইহার অধ্যাহার পদার্থের
দ্বারা ইন্দ্র ও শচী অধ্যাহর্য্য।

আরম্ভ

মহাপুর নিশীথ

সূচনা।

হায় হায় কিসের লাগিয়া এইক্ষণ।
আজি, দেখিতেছি ভাব ইহাঁর এমন ॥
বিচ্ছেদ বিকার মোহে, না, না, নয় তাহা।
অইত, প্রেয়সী পাশে কি প্রসন্না আহা!
তবে কি দুরন্ত কোন দৈত্য দুরাশয়,
রোধিয়াছে মহাপুরী না, না, তাও নয়
দেব অর্চ্চ্য মহাবীর বীরত্ব কোথায়,
কোথা হেন কাতরতা ভীরুর সেথায়।
কিছু নহে কিছু নহে কিছু নহে আর
পাপের বিকার এই পাপের বিকার
যেন প্রেয়সীর কেশ জালের ছায়ায়,
ম্লান মুখাকৃতি—অন্তর্গ্লানিচিন্তায়।

প্রথম চম্পাক।

" হায় হায় করিতেছে আমায় কেমন,
আজি! জ্বলিতেছে হৃদে কেমন দহন।
আছে কি জগতে এই দহনের জল
হায় হায় কিসে হবে এতাপ শীতল।
এই ত শীতল সেই রম্য সিংহাসন,
এই ত সে প্রিয়ার শীতল পরশন,
এই ত সে পুষ্পময় কোমল শয়ন,
এই ত সে চন্দ্রালোক বাতসঞ্চরণ,
এই ত সে তাপ নিবারক সব হায়
তাপ বারকত্ব অদ্য স্থলের কোথায়। ,,

" অয়ি নিদ্রে! ভবজন তাপ নিবারিণী
চৈতন্য হারিণি! দেবি বিরাম দায়িনি,
হৃদিতাপনিবারিণী তোমার মতন,
মৃত্যু বিনা এজগতে আর কোন্ জন?
অতুল অতুল দেবি! করুণা তোমার
কেমন হৃদয় তব কোমল উদার।
তপ জপ ধ্যান তব কেহ নাহি করে,
অথচ তোমার কৃপা সকলের পরে।
যেমন নিশিতে হয় জগৎ আঁধার

অমনি চঞ্চল হয় হৃদয় তোমার।
অংশে অংশে গেহে২ বেড়াও ঘুরিয়া
হৃদি জ্বালা জগতের স্মরণ করিয়া
নয়নে নয়নে দেবি ! বসিয়া সবার,
করমা কেমন চর্য্যা হৃদয় মাঝার।
" অয়ি দেবি ! কেন আজি নিদয় আমায়
গেল অর্দ্ধ নিশি তুমি রহিলে কোথায়
পাপের অসহ্য তাপে দহিতেছে হিয়া
নিবারণ তুমি তা, না, কর কি লাগিয়া
জুড়াতেছ সকলেরে আপন ইচ্ছায়,
সাধিতেছি তবু কেন নিদয়া আমায়।
" অয়ি দেবি দয়াময়ি জগৎ বৎসলে !
এস এস বস মোর নয়ন যুগলে।
অথবা এস্তব স্তোত্র বৃথায় বৃথায়,
এহেন পাতকী নারে লভিতে তোমায়।

দ্বিতীয় চম্পক।

ক্রীড়া বনস্থলী। ঐ নিশীথ।

" হে প্রকৃতি নিবারিতে জ্বালা দুর্নিবার,
আইনু তোমার কাছে, দেখিতে তোমার

শান্ত রসময়ী লক্ষ্মী, কিন্তু হায় হায়,
আজি তব সেই কান্তি রহিল কোথায় !
এই কি সে চন্দ্র সেই স্নিগ্ধ আলোক তার,
এই কি সে শ্বেতাম্বুদ পটল বিহার।
এই কি সে নীলাঞ্জনসন্নিভ গগণ,
এই কি সে অপগা, প্রমোদ পুষ্পবন।
"শ্যামল বৃক্ষেতে পড়ি চন্দ্রিমার ভাস,
হয় কিবা হৃদিরম্য দৃশ্যের বিকাশ।
কোমল ব্রততী সব দোলিয়া দোলিয়া
মন্দ মন্দ সমীর হিল্লোলে বিকাশিয়া,
কিবা শোভা, রমে মনে। কত নিশি আহা
আমি প্রিয়া সঙ্গে সুখে দেখিয়াছি তাহা !
আহা আহা রজনীতে এই মন্দাকিনী,
কেমন শোভার হয় হৃদয় মোহিনী।
চন্দ্রমার শুভকরে চঞ্চল পয়াসে,
তোমার গভীর ভাবে ললিত উল্লাসে,
কুবেরের দিক্‌গামী ধূঁয়ার বরণ
পয়োদ ছায়ায় হয় শোভার কেমন।
কখন হেথায় জল ধবল উজ্জ্বল,
সেথায় পয়োদচ্ছায়া ললিত শ্যামল !

সফেণ সৈকত রেণু ধবল দ্বিকূল,
হিল্লোলে লহরি তায় করে কুল কুল।
কণক রেণুকা চয় চন্দ্রের কিরণে,
মরি মরি কেমন সুখেতে রমে মনে।
হে প্রকৃতি এসব সেসব নয় নয়,
আজি এ নূতন বেশ ধরেছ নিশ্চয়।
নাহি সে প্রসাদ শুভ কান্তি চন্দ্রমায়,
নাহি সে বিচিত্র শোভা প্রয়োদ লীলায়।
নাহি সে গম্ভীর ভাব আনীল গগণে।
নাহি সে কাব্যতা অপগার বিমলনে॥
"হায়রে পাপিনি দুষ্টে বিষয়বাসনা।
স্বভাবেরউন্মাথিনি বিলোলরসনা॥
হইতাম বনবাসী, বনচর সনে।
ভুঞ্জিতাম স্বভাবেরভোগ শান্ত মনে॥
অথবা মধ্যমগৃহসুখরম্যতায়।
রহিতাম ভোগভুক্ত বিশ্রান্ত হিয়ায়॥
থাকিতাম কিংবা বদ্ধ বৈরি কারাগারে।
হীন বীর্য্য এখন কি রমিত আমারে॥
লভিলাম মহাবৈরিশোক বীর কুলে।
দিলাম কলঙ্ক হেন নিরমল কুলে॥

"কেনরে পতিত এবে করহ এমন, ।
আপন কর্ম্মের ফল করের বহন ॥
আরামে রহিতে চাহ খেয়ে বিষ ফল ।
পশিয়াছ মরুভূমে কোথা পাবে জল ॥
"অয়ি মাতঃ জন্মভূমি যেই ক্রোড়ে তব ।
নির্ম্মল হৃদয় মন মহাজন সব ॥
এনারকী পাপী মাগো যোগ্য নহে তার ।
দেহ মা বিদায় ফিরে আসিব না আর ॥
" পবিত্র জননী তুমি, পবিত্র তোমার
সকল । পবিত্র দেব ঋষি মুনি, আর
তোমার সন্তান যত তপো জপ ব্রত,
পবিত্র তাঁদের সব। ভক্তিতে নিয়ত,
স্থানে২ তোমার পবিত্র নাম গানে
তনেন পবিত্র ভাব । নহে মা সেখানে
হেন পাপ মলিন অন্তর থাকিবার
যোগ্য, পাপকারী হেন, থাকিবনা আর,
চরুক মরালগণ, মান সরোবর-
সলিলে । ঢুঁরিতে যায় মণ্ডুক গহ্বর ।
ছিলাম তোমার কোলে সুখে এতদিন
করিলাম সুখ ভোগ নবীন নবীন

অবশেষে গুরু ভার হৃদে তুলি নিয়া
চলিল তনয় তব বিদায় হইয়া।
আশীর্ব্বাদ কর মাগো প্রণতি তোমারে
যেন একুপুত্রে ইহা ঘুচাইতে পারে।
"অয়ি প্রিয়ে প্রেমময়ি পতিব্রত রত
দেখা শুনা এই হলো জনমের মত।
নির্ম্মল স্বভাব তব নির্ম্মল বিষয়,
আর এপাতকী তব সহযোগ্য নয়
মলিন হইবে তুমি ইহার পরশে
উপজিবে আবিলতা নির্ম্মল সরসে,
এই পঙ্কে। অতএব হলেম বিদায়,
রহিল তোমার পাতিব্রত্য ঋণদায়।
হেথায় নির্জ্জনে দেহ ধাইতেছে বলে।
সেথায় কি বাধা দেবি তব অশ্রুজলে!
রহিবে প্রবোধে দেবি বুঝাইবে মন,
নহে সুখ দুঃখের বাহিরে কোন জন।
"অয়ে বসন্তের প্রিয় কেলি নিকেতন
অটল স্বভাব সখে; নন্দন রঞ্জন।
আহা তব পুষ্প রূপ প্রফুল্ল আনন
পক্ষিগণ কতরূপ প্রীতি সম্ভাষণ।

ব্রততী আন্দোল রূপ রম্য আলিঙ্গন,
অনিল হিল্লোল রূপ রম্য উপায়ন
সৌরভ সম্পদ রূপ রম্য উপহার
কতনা জন্মায় মন হৃদয় আমার।
কিন্তু হে সুহৃদ্ আজি প্রণতি তোমায়
দেহ এজন্মের মত বিদায় আমায়।
নাযায় সন্তাপ মোর চন্দ্রের কিরণে
নাহি যায় তৃষা মোর শীতল জীবনে
এতকাল ছিল এত সুখকর যাহা,
নাহি আর আমার সুখের কিছু তাহা
এতকাল বহিনু সুখেতে যেই ভার,
হইয়াছে তাহা আজি দুর্ব্বহ আমার
এরাজ্য সম্পদে আর প্রয়োজন নাই
নির্জ্জনেতে হৃদিতাপ জুড়াইতে যাই।
আমার এখন সুখ দুঃখব্রতাচারে
আমার এখন স্থান গুহার মাঝারে।

—(০)—

তৃতীয় চম্পক।

পুরী। প্রভাত।

অস্তে গেলা শ্যামাঙ্গিনী, চন্দ্রালোক বিভাসিনী

নিশি শশী মলিন হইলা।
স্বভাব রচিত ভূষা, নির্ম্মল বরণী ঊষা,
সুসম্পদে আসি সমুদিলা।
তিল ফুল কোশা করে, তর্পণ স্নানের তরে
ধেয়ে গেলা ব্রতাচারী সব।
উলি অপগার জলে, ডুব দিয়া গঙ্গা বলে
ভক্তিতে পড়েন গঙ্গা স্তব।
উষা ভূষা কত বালা, লইয়া ফুলের ডালা
উদ্যানে তুলিতে গেলা ফুল।
বাম হস্তে লতা অগ্র, পুষ্প তুলিবারে ব্যগ্র
শিশিরেতে ভিজিল দুকূল।
ক্রমেতে উদিলা রবি, হিঙ্গুল রঞ্জিত ছবি
উজলিলা সকল সংসার।
জলে রুচি ঝকমক, রেণু তট চক মক
ধক ধক প্রমদার হার।"

"অরে সখি কি বলিলি, কি আগুন জ্বালি দিলি
ডুবালি কি শোকের ভিতরে।
প্রাণ যায় মরি মরি, কহ কি উপায় করি
কত ক্ষণে পাব প্রাণেশ্বরে।

হেরিব সে অতুলন, প্রেমোৎফুল্ল চন্দ্রানন
শুনিব সে মধুর আলাপ,
লয়ে নাথ বস্ত্রাঞ্চল, মুছিবেন অশ্রু জল
জুড়াবেন হৃদয়ের তাপ।
অহে নাথ কোথা গেলে, অনুগত সখী ফেলে
এস এস দেহ দরশন,
কি দোষ তোমার পায়, করিয়াছে দাসী হায়
কোন্ দোষে ঘটালে এমন।
মিলাইলা একি মেলা, একি আরম্ভিলা খেলা
খেলা নয় একাল আমার,
পায় ধরি প্রাণেশ্বর, সখী জনে দয়া কর
কাজ নাই এমেলায় আর।
ওমুখ চন্দ্রমা বিনে, এহেন রুচির দিনে
মগ্ন আমি তিমির দুস্তরে,
উদ হে ত্বরায় আসি ঘুচাও তিমির রাশি
নর্ম্ম সখী যাচিছে কাতরে।

আ পাপিনী অভাগিনী, নিদ্রা সুখে বিলাসিনী
বৃথা মন্দ বলিস বিধিরে,
আপনার দোষে তোর, সুখের সর্ব্বরী ভোর

হারাইলি হৃদয় শশীরে।
যে দিবস তাঁর মন, নেহারিলি উচাটন
মুখ চন্দ্র মলিন মলিন,
কেনরে যতনে তারে, বুঝাইয়া বারে বারে
না রাখিলি সখীতা সে দিন।
হায় হায় কেন আঁরে, তেমন চিন্তায় তাঁরে
রহিবারে অবসর দিলি,
সেবিয়া চরণ তল, না ঘুমায়ে তাঁরে বল
কালি তুই কেন ঘুমাইলি।
যারে যারে অরে মন, যথা প্রাণপ্রিয়জন
সাধিয়া আনরে তাঁরে ঘরে,
দিয়া শোক অশ্রু জল, ধুইব সে পাদতল
বসাইব হৃদি পদ্ম পরে।

"কেন সখি অধীরা এমন,
নেহারি তোমার মুখ, দ্বিগুণ হতেছে দুঃখ
করিতেছে হৃদয় কেমন।
তেমন তোমার বেশ, তাঁহার যত্নের কেশ
এমন দেখিতে নারি আর,
এ অক্ষিতে জলধার, মুখে যেন হাহাকার

এচিত্তেতে মোহের সঞ্চার।

আঁখি যেই বুজিতেছ, অচেতনে রহিতেছ

হইতেছ শবের আকার,

হারায়েছি সখি তাঁয়, আছে আশা পুনরায়

পাব, তোমা পাইব কি আর,

মুছ সখী অশ্রু জল, দেহ সখী জনে বল,

প্রবোধ-বিকাশি ম্লান-মুখে

জানি সখী তাঁর দেহ, কর তাহে সখী স্নেহ

রাখহ সেবায় সেব্য সুখে।

তব পতিব্রতাচার, নহে সখি ভুলিবার,

চিত্তে সদা জাগিবে তাঁহার।

কত দিন সখী তার, সহিবেন গুরু ভার

ভোগ্য কোথাপাবেন তাহার।

দেখিতেছি সখী হেন, এই তুমি তাঁর যেন

পুষ্প সজ্জা সাজাও যতনে,

কোন উদ্যানেতে তাঁর, সিঞ্চিতেছ সহকার,

প্রিয়ালাপে রহিতার সনে।

দেখিতেছি এই হেন, ভুঞ্জিতে বসিয়া যেন

ভুঞ্জিছেন প্রণয় তোমার,

হেরেন আসিয়া সুখে. চিত্রকর্ম্মে তব মুখে
মনোযোগলক্ষ্মী চমৎকার।

" আর কি ঘুচিবে এই নয়নের জল.
আর কি নিভিবে এই শোকের অনল।
আর কি হেরিব তাঁর প্রিয় চন্দ্রানন.
নাকরি তিলেক সখি সে আশা কখন।
সমীরে ডুবিছে যেই তরি সিন্ধু নীরে,
বৃথা আশা আর তাহা কুলাইবে তীরে।
কপাল দুঃখের যার বিধি বাম যারে,
কাছের রতন সেই পাইতে না পারে।
তাতে যে রতন সখি ! কোন্ দুর বনে
হারালাম আমি তাহা পাইব কেমনে।
লইতেছে দৃঢ় সখী মনেতে আমার
নাহি এদিনের বুঝি নিশি পূর্ণিমার

ক্রমে দিন নিশি গেল গেলা অস্তে শশী
স্মরিয়া তাঁহার যেন কৃত পাপ রাশি
হে ওষধি বনস্পতি তোমরা এখন,
কে বুঝিবে পরিতাপ ভুঞ্জিছ কেমন।

কে স্নেহেতে তোমাদের পালিবে এখনে
চাহ কি ঔষিক তারা পানে মুগ্ধ মনে।

৪র্থ চম্পক।

তপোবন।

“ একি আজ কেন নলিনী স্বামী
হতেছেন কোপে ভূতলগামী।
নানা তিনি নন, এইত তাঁরে,
নিরখি পশ্চিম গগন চারে।
তবে কি পড়িয়া কান্তের নাশে
চপলা সকল সঙ্কোচে আসে
ধরিত্রীর ক্রোড়ে পশিতে ! নানা
চঞ্চলা চপলা সকলে জানা,

অস্তাচল গুহাগামী হইল তপন,
লোহিত কাঞ্চন হেন উজ্জ্বল কিরণ।
স্বর্ণ রথে অতিথির ভাতিল সে কর,
ভাতিল তাহাতে রম্য পাদপ নিকর
রুচির বিভাতে। আহা মনে লয় হেন
চন্দনে চর্চ্চিত শ্যামশরীরতা যেন।

" ধন্য তপশ্চর্য্যা মোর সাধন ভজন
ধন্য আমি ধন্য একুটীর তপোবন।
এজগতে আছে যত দুর্ল্লভ রতন,
মহাজন সঙ্গ এক তাহার। এমন,
দুর্ল্লভ রতন আজি কুঠীরে বসিয়া
লভিলাম আমি হেন অধম হইয়া।,,

"মূঢ় আমি নরাধম অজ্ঞান পামর
কি শকতি আমার হইব রাজ্যেশ্বর।
মানস সরসীবাসী মরাল নিকরে
কুলাইতে নারে যেই অকূল সাগরে।
অকিঞ্চন পক্ষ পুটে বায়স দুর্ব্বল,
কি সাধ্য হইবে পার সে অপার জল।
বৃথা মোর যশোগীতি রব মাত্র সার
ফলে সেই যশ নহে উচিত আমার।
ময়ূরের যশ লোকে পুচ্ছের লাগিয়া
হয় সে লজ্জিত তার পদ নেহারিয়া,,

চলি গেলা অতিথি তপন অস্তমিলা
ধুসর বরণী সন্ধ্যা রঙ্গে দেখা দিলা।

ধাইল কুলায় পানে বিহঙ্গমগণ;
চলিল পেচক মাত্র তিমিরলোচন,
এদিগে ওদিগে। ক্রমে নিবিড় আঁধার
আঁধারিল, গিরিবর অটবী কেদার।
ঝাঁকে২ লসিতেছে খদ্যোত তমসে
ঝলসে কি চন্দ্রকান্ত শ্যামল উরসে।
গিরির উপরে জ্বলে ওষধির ভাতি,
জ্বলিলা প্রকৃতি যেন রতনের বাতি।
বাহিরিল রাত্রিঞ্চর মহাসত্ত্ব যত,
গরজি গভীর গিরিনিনাদের মত।
মৃগ শিশু শশকেরা চমকি সঘনে,
পশয় লীলায় হেন শান্ত তপোবনে।
রহি শশী কিছুক্ষণ অদৃশ্য হইলা
নব বরণেতে যেন ভাবিতে রহিলা।

" ভাবিলাম শেষকালে পরম যতনে
রহিব অনন্যচিত্ত সমাধিতে বনে।
কিন্তু বিষয়ের কিবা অতুল্যশকতি,
কেমন তাহাতে আজি মোহিতেছে মতি,
এই সেই তাপকর দেখিয়াছি যাহা

কেমন সুখের এই দেখিতেছি তাহা।
কোথা এবে সে হৃদয় সে আমার মন,
শান্তি রসাস্পদ এই সেই তপোবন।
"কি কাজ সম্পদে আর এই যে আমার
সম্পদ সমান কিসে সম্পদ ইহার
প্রতিদিন ঊষা কালে উদয় অচলে,
না উদিতে দিননাথ নিরমল জলে
নির্ঝরের, স্নান করি, জপিয়া তর্পিয়া
লইয়া কুসুমডালা কুসুম তুলিয়া
পূজিয়া আরাধ্য দেবে সমাহিত মনে,
স্বভাবের সুখ সঙ্গে তত্ত্ব আলাপনে,
খাইয়া বনের ফল সারা দিন পরে
বসিয়া নির্ঝর তীরে কলহংস স্বরে,
ভুঞ্জিতেছি শান্তিসুখ নির্ম্মল যেমন,
সে সম্পদে শান্তি সুখ দুর্ল্লভ এমন"।

"হে চিত্ত! সুধাও পুন সম্পদ গোচরে,
কত সুখ আছে তার সেবক অন্তরে।
দেখা যায় তাঁহা সবে বাহ্যেতে যেমন,
অন্তরেও প্রফুল্লতা আছে কি তেমন?

দেখা যায় তাঁহাদের সুখ হেতু যত,
কত তাহে তাঁরা সুখ পান তার মত ?
প্রভুতায় কত তাঁরা অধীন সবার,
কত চান ক্ষণে ক্ষণে বনের মাঝার ?

" প্রভুর যন্ত্রণা যাহা নাহি তা আমার
কিন্তু কি অভাব মোর সুখের তাঁহার ।
লোকের স্বভাবে রম্য সার সুখ তাঁর,
কত তার ন্যূন, সত্ত্বস্বভাবে আমার
হে চিত্ত লহরে বহি আনরে বহিয়া
আমার অথবা তাঁর সে সুখের হিয়া
রম্যতা শান্তত৷ তার দেখ তুলনায়,
কর শোক, আজ কোথা যাইবে কোথায় !

হে চিত্ত । অমৃত ধামে, চলিতেছ তুমি,
আছে বহু দূরে সেই নিত্য তীর্থ ভূমি ।
দেখ চাহি স্বভাবে সে অল্প পথ নয়
এদিগে দুর্লভ হেন দিন গত হয় !
এ হেন সময়ে ফিরে বিপথেতে. যাবে
হবেকি সম্বল আর, সম্বল হারবে । -

" অথবা জীবিত রত্ন প্রিয় অতিশয়
জীবিত হইতে অন্য প্রীতির বিষয়।
শরীরিজনের সেই জীবিত হেলায়
ত্যজিলা দধিচি মুনি দেবের কথায়।

" কি সুখ পক্ষীতে লভে প্রত্যহ উষায়
আমাদের হিতের চর্য্যায় বন্দী প্রায়।
কি সুখ লভেন দেব বরুণ নিয়ত,
রহি আমাদের হিত ব্রতেতে নিরত॥
জুড়াইয়া জীবতাপ পুষ্প বিকাশিয়া
কি সুখ লভেন দেব পবন বহিয়া।
নহে পর উপকার আত্মসুখ তরে,
আত্ম সুখ ইচ্ছা সেথা মোহে লোকে করে॥

প্রফুল্ল স্বভাব কান্তি, প্রভাত উদয়
গাইছে মঙ্গল গীত বিহঙ্গম চয়,
যেন তাঁর। বৃক্ষগণ নমে বায়ু ভরে
প্রভাতের প্রতি কি মঙ্গল নতি করে।
গিরি পুষ্পবনে আহা উৎসব কেমন
ভ্রমর গুঞ্জিতে যেন স্রষ্টার স্তবন
প্রভাতের লাগি। রক্ত উৎপল সকল

মাগে যেন প্রভাকরে প্রভাত মঙ্গল॥

উঠিল গগণে রথ যেন রয় ভরে
রুচির ভাতিয়া নবরক্ত প্রভাকরে।
চমকিয়া কেলিপর মৃগশশগণ,
নেহারিতে লাগিল, স্তিমিত সুলোচন।
ব্যোম বর্ত্মে ব্যোমচারী বলাকা মরাল
শোভিল সগুঞ্জ যেন শ্বেত পদ্ম মাল।
নিরখিলা রথী দোহে, রক্তোপল যত
নিম্ন অম্বরের রম্য উড়ুগণ মত।
তড়াগের নীল জল রাশি নীলি মায়
নীলাঞ্জন অঞ্জিত আকাশ কান্তি প্রায়।

পঞ্চম চম্পক।

পুনর্ম্মহাপুর।

কি বিচিত্র ভাব আজি স্বভাবে সঞ্চারে
তাপেন তপন ক্ষণে, ক্ষণে মেঘ আড়ে।
ক্ষণে বহে সুখের হিল্লোলে সমীরণ,
ক্ষণে তাঁর অভাবে নির্জ্জীব জীবগণ॥

অহ উচ্চমান প্রভূত প্রভূত্ব
কি আশ্চর্য্য বৈরী মনুষ্যের হা ! হা ।
দলে দিব্য কান্ত স্বভাব সুসার
দলে মত্ত হস্তী যথা পুণ্ডরীক ।
করে ম্লানি ভাবে মনঃ শীঘ্র পূর্ণ
ভরে পাংশু ভাবে যথা অগ্নি চুল্লি ।
তপশ্চারি শান্ত ব্রতী যেই সাধু,
ধরে পাপবর্ত্ম চলে ঘোর বেগে ।

গেল দিন যত শুভ গুণ গেল
অশুভ হইল শেষ,
ধরিলা ক্রমেতে বিগলিত পুষ্প
কণ্টকী তরুর বেশ ।
প্রসাদের আভা শান্তির বিলাস
নাহিক মুখেতে কার ।
হিমের লাঞ্ছিত পুষ্প স্তবকেতে
অতুল উপমা তার ।
সাম বেদ গান পুত রস কথা
হইত পূরবে যায়,
এখন সে সব মুখে দিবা নিশি

কারুণ্য বিলাপ হায় !

ভেকের হইল প্রভাকর প্রিয়া

অমল কমলে আশ ।

মেঘ বিলসিত বিদ্যুত বিলাসে

ছুখেতে কি ম্লান ভাস !

সাবধান সাবধান পুরবাসিগণ,

জাননা অধীনে সবে মোহের কেমন ।

এখনো পূজহ ভাবি পুষ্প সম যায়,

দংশিতেছে হৃদে সেই অজাগর প্রায় ।

সুধাতরু হেম যায় এখনো শরণ,

বিষতরু আজি তায় কাম সমীপন ।

৬ষ্ঠ চম্পক ।

রাজ সভা ।

মহা ভাগ ! মোরা হিত ব্রতী তব

নিয়ত কল্যাণ চাই,

দেখিলে তোমার অকল্যাণী মতি

মরমে বেদনা পাই ।

মহারাজ তব কল্যাণ চাহিয়া

বলিতেছি আমি যাহা,
নির্ম্মল সরল প্রীতির হৃদয়ে
শ্রবণ করহ তাহা।
বিষম বীরয তীবর ভেষজে
দেহ জ্বলি জ্বলি যায়,
কিন্তু মহাভাগ রাখ রাখ মনে
শেষের আরাম তায়।
মহাজনগণ লক্ষ্য করি হেথা
ধর্ম্মেতে আপনা পোত
উজানে বাহিয়া দমনিয়া যান
সংসার জলধি স্রোত।
মহাভাগ তুমি তুচ্ছ কাম বশে
রাখি সে ধরমে পায়
নরক পতন, হেতু কাম সুখে
চাহি যাও কোথা হায়।
সতীর সতীত্ব মহা মুল্য নিধি
ঘুচাতে যে যত্ন করে,
পড়িয়া গভীর গুহার ভিতরে
দুস্তর নরকে পড়ে।
দুর্লভ সতীর সতীত্ব অমৃত

রক্ষক ধর্ম্ম তার,
চতুর্দ্দিগে তিনি আছেন তাহার
চক্র হেন অনিবার।
খগেন্দ্র গরুড় পাইলা নিস্তার
চন্দ্র লোকামৃত হরি,
হরি এ অমৃত ত্রাণ নাহি কার
কি বিধি কি হর হরি।

" প্রকৃতি তোমার তোমায় সকল
তুমিই তাদের গতি,
যাইবে যে পথে তুমি সেই পথে
তাদেরো হইবে মতি।
যথা নদী নদ নির্ঝরের স্রোত
যখন যে দিকে যায়,
আশ্রিত তাহার তৃণ লতা সব
তখন সে দিকে ধায়।
মহাভাগ তুমি হেন মহাজন
অসংখ্য ভৃত্যের প্রভু,
শোকে কি তোমারে এ হেন ভৃত্যতা
মোহ স্বভাবের কভু।

বশে নাহি থাকে   স্বভাব যাহার
প্রবৃত্তির বশে যেই,
নহে মহাভাগ   প্রভুর উচিত
অন্যের কথন সেই। ”

“ মূষিক মার্জার হয় মার্জার কেশরী!
সরস মৃণাল হয় তীব্র বিষধরী!
যোগ্য নহে যেই দাস চরণ পরশে
করে সেই পদাঘাত এহেন শিরসে!
গরজে মক্ষিকাকীট জলদ গর্জ্জনে,
খদ্যোতের আক্রমণ লজ্ঘিতে তপনে!

“হা ধিক্‌রে অধীনতা ধিক্ ধিক্ তোরে,
তোর লাগি কেমন বিপদ আজি মোরে।
তেমন মানের হৃদি এত অপমান,
সহিবে না সহিবে না হবে শত খান।
হায়রে যত্নের যেই চাঁচর চিকুর,
আদরে ধরিয়া কত বলিয়া মধুর,
ধীরে ধীরে পরম যতনে আঁচড়িয়া
রাজা আত্ম মনোমত বেণী বিনাইয়া

সাজান মালতী বেল ফুলের মালায়,
সহেনা সহেনা আমি আকর্ষিব তায়। ,,

"কেন হে সুহৃদ তুমি ব্যাকুলিত মতি,
ভরসা আমার সেই ত্রিভুবন পতি।
দয়াল নাবিক তিনি বিপদ পাথারে
রবেন আজি কি তিনি ভুলিয়া আমারে।,,

"কোথা ওহে দয়াময় পতিতপাবন,
দেহ দেহ অনাথারে ওপদ শরণ।
বিষম বিপদে আজি পড়িয়াছে দাসী,
রক্ষ রক্ষ রক্ষ ওমা রক্ষ মোরে আসি।
কোন্ পাপে এবিপদে ফেলিলা আমায়,
ওমা কিছু বুঝিতে না পারি হায় হায়।
করিয়াছি বহু পাপ অন্ত নাহি তার,
যোগ্য নহে ওমা দণ্ড এহেন তাহার।
শুভদ তোমার দণ্ড শুভ দান করে,
এদণ্ডেতে গতি পাপ সঙ্কট ভিতরে।
কর মা ঐশিক দণ্ড উচিত যেমন,
শোভে কি এহেন দণ্ড তোমারে কখন।

রহে যেন প্রকৃতিতে বাসনা তোমার,
রহে যেন দেহ মন বশেতে আমার ।„

——“হে সুন্দরি !
জানত অধীন মোর এই মহাপুরী ।
সকলেই স্বামী হেন পূজিছে আমায়,
অন্যরূপ পাই কেন দেখিতে তোমায় ।
কেন তুমি স্বামী ভাবে যতন করিয়া,
করনা অর্চ্চনা মোর প্রীতি পুষ্প দিয়া,
নাহি তব স্বামী হতে আমি হীনতর
রূপে গুণে কোন অংশে । কোথা সে পামর,
অযতন করতলরতনে করিয়া
নয়নের অবিষয় কাঁচের লাগিয়া,
কেন হেন ব্রত তর । দেখিয়া তপনে
নাহি থাকে মুঁদি পদ্ম ভ্রমর বিহনে ।
নিরমল প্রীতিময় আমার অন্তর
তুলনায় তার কাছে সাগর নির্ঝর ।
তবে বল হে সুন্দরি কিসের লাগিয়া,
তব প্রেম মহা নদী আছয় স্তম্ভিয়া ।„

" হে তপস্বিন্ তুমি হেন মহাপুরপতি
বিস্ময়ের তোমায় এহেন নীচমতি।
পবিত্র এমহাপুরী পবিত্র ইহার
সমুদয়। এমন পবিত্র সঙ্গ যার
কেন উপজিল তাঁর অর্চ্চিত অন্তরে
অপবিত্র ভাব হেন। পঙ্কিল নির্ঝরে
হংস ম্লানি অবিস্ময় হেন নিরন্তর।
নির্ম্মল সলিলচারী, ম্লান হংসেশ্বর !
সামান্য ললনা বলি জেননা কখন,
আমায়। বন্দিনু তুমি বন্দনীয় জন। "

—–—

"নহ তুমি গুরুপত্নী শিষ্য নহি আমি
পুণ্য পাপ আমার আমিই তার স্বামী।
বৃথা তুমি কর শোক তাহার লাগিয়া
প্রবৃত্তি আমার অর্চ্চ্য তোমায় জিনিয়া।
কোথায় নির্ম্মল জল পঙ্কিল কোথায়
না চাহি জানিতে। ইথে বিস্ময় জন্মায়
আনি নাহি তার তোমা বিচারের তরে,
অর্চ্চিতে প্রভুর মত কথার উত্তরে।
চাহিতেছে দাসীতা কমলে প্রভাকর

খৃষ্টতা তাহার হেথা মৃদু প্রত্যুত্তর।
সামান্যা কি মান্যা তুমি না চাহি জানিতে
চির বন্দনীয় আমি আছি জগতীতে।
এড়াইবে কি দুঃখেতে ভজিলে আমায়,
দেখ হেথা দয়া মোর কেমন তোমায়।
হত ভাগ্যে দেব রাজ রাজ্ঞী সুখেরবে।
অনাদর আমার বাক্যেতে কেন তবে?
ইচ্ছা যার বলবতী নত সে তোমায়,
লভ্য তারে না মানিয়া ভাগ্য আপনায়।"

"কোথা হেন অকৃতজ্ঞ আর,
যাহার সম্পদে তুমি, পাইলা এমান ভূমি,
না চাহ রাখিতে মান তার।
আছিলা চরণ তলে, হলো যার ভাগ্য বলে
চরণের কিঙ্কর এখন.
তাহারে শুনাও গালি, এমন কলঙ্ক ডালি,
তার মাথে দিতে আকিঞ্চন।
এই পরিজন মাঝে, রহি মৃত্যু হেন লাজে,
অপমান সহি এপ্রকার,
পিতার সমান হয়ে, সন্তানে এমন কয়ে,

আছ রাখি পৃথিবীতে ভার। „

"নাহি চাহে সুখ এই মন,
ঘটেছে ভাগ্যেতে যাহা করিব বহন।
জ্বলুক হৃদয়ানল, ঝরুক নয়নে জল,
খুলুক হৃদয় গ্রন্থি যাউক জীবন,
আত্মরক্ষা ব্রত সদা করিব পালন।„

"গেছে যে নির্ম্মল সুখদিন,
সে দিন সুখের মোর, ভাগ্য তাহে লীন।
ধর্ম্মভাব ডুবাইব, বংশ কুল হাসাইব,
পাপ সুখে মজি হব, দুখ ভার হীন।
এরবিতে কোন দিন হবে না সে দিন।„

" রাখ তুমি কারায় শৃঙ্খলে বদ্ধ করি,
কিংবা লহ লহ প্রাণ অস্ত্র তাহে ভরি।
সেক্ষণের রম্যালোকে, অসিতে তোমার
মৃত্যুদ্যোতি হৃদয়ের রঞ্জন আমার।„

প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন কাল প্রখর তপন,
কাহার উপরে তিনি কুপিলা এমন?
স্তব্ধ প্রায় হইয়াছে সর্ব্ব জীব সব,
তপনের ভয়ে যেন নাহি স্ফুরে রব।

৮ম চম্পক।

বন।

নদ-তট-দর্শন, হৃদি মনোরঞ্জন,
চল-দল-তরু কুল রাজ।
উন্নত তনু তব, স্পর্শিত জল-ভব,
উপজয় গিরিবর লাজ।
রবি কর বারক, সর সর বাদক,
অগণিত শিরসিজ পত্র,
শাখনিচয় কল, গায়ত অবিরল,
দ্বিজগণ বিস্ময় যন্ত্র।
নিরমল জল বহ, সুচপল জব অহ!
হৃদি-রম লহরি নিনাদ,
সিন্ধু যতন ভরে, ধৌতসরসকরে,
তরু তব রজ গত পাদ।

“কামিজন পাবিনী, রতি মদ ভঞ্জিনী,
ত্রিভুবন জন মন রামা,
ভূষণ বিরহিতা, বল্কল পরিহিতা
কেন হোথা অই ছুটি বামা।”

" যোগিনী যদ্যপি হও, কুটীর অঙ্গনে কও,
মৃণাল নলিনী দল কেন,
প্রকৃত যোগিনী যিনি, নিয়ত প্রসন্ন তিনি,
তোমরা মলিনমুখী যেন।
যোগিনী যদ্যপি নও, ভোগেতে বিমুখী কও,
কেন, কেন সংসার ত্যাগিনী,
রাজ্ঞী সুখোচিতা হয়ে, ভিকারিণী বেশলয়ে,
পাতার কুটীরে নিবাসিনী।
নিরখি যে প্রকৃতির, গুণ রত্ন সুরুচির,
শুভতা লভিবে কত জনে
খনিতে রত্নের প্রায় বিনাশি বিফল তায়
করিতেছ থাকিয়া বিজনে।
যে হৃদের কোমলতা রোপি কত শুভলতা
সংসার ভরিবে সুধা ফলে।
এই শিলা খণ্ড প্রায় নিষ্ফল করিছ তায়,
হায় হায় রহি বনস্থলে। ,,

" দেখ স্রোতস্বতী স্রোত বহিছে যেমন,
জলধি উদরে অই। বহিছে তেমন,
পরমায়ু আমাদের দ্রুত বেগ ভরে,

অবিরাম গতি সদা কালের উদরে। ,,

" বৃথা চিন্তা পরিহর, আত্মিক সমাধি কর,
আত্ম নাশকর নিবারণ,
অন্বেষণ কর তাঁরে, মহাযোগিগণ যাঁরে,
যতনে করেন অন্বেষণ ;
কারলাগি কাঁদিতেছ, বৃথা কাল যাপিতেছ,
শেষ গতি ভাব একবার।
পাইতেছ শাস্তি যায়, হবে কিছু দিনে হায়,
সে এ কান্না কি তাপ তোমায় ! ,,

" কোথায় যাইবে বৃথা অন্বেষণে কার,
জানকি স্বভাব আছে তেমন তাঁহার।
সদাস্থির নাহি থাকে সকলে প্রকৃতি
দুর্জ্জয় জগতে অতি মোহের শকতি।
কত কত জরাগ্রস্ত নীরস উরসে
দিল সে রঙ্গের ঘটা আলক্তকরসে।
কত কত কণ্ঠ, ফেলি রুদ্রাক্ষের মালা,
রতন মুকুতা মালে করিল উজালা। ,,

" আছে এই সিন্ধুপারে ভারত উত্তরে,

রম্যমানসরোবর, দেব মন হরে
শোভা যার। সলিল সুজন চিত্ত প্রায়,
নিরমল। আহা আহা আছে কততায়
নিন্দিত মনুজ আস্য জলজ। তাহার,
মধুর দ্বিরেফ রুত কিবা। তুচ্ছতার,
কাছে অন্যরব। সদা ঝরিছে নির্ঝর,
রম্যতায় কোথা তায় মনুষ্য অন্তর?
যাও সে সরসে কিংবা যাও যাও তবে,
পুণ্যতীর্থ সরস্বতী তটে। সামরবে,
পবিত্র সর্ব্বদা জানি দেখিবে তথায়
স্নাতহেন কত পুণ্য জন। ভোগ্য প্রায়,
ভক্তির! অথবা যাও যমুনা সঙ্গমে,
দেখিবে বিরুদ্ধ ভাব লীলা উপরমে।
একদিকে বহিতেছে জাহ্নবীর নীর,
একদিকে তাহে জলস্রোত কালিন্দীর।
কি কহিব শোভা তার ভেবে বুঝ মনে,
কত শোভা শ্বেত শ্যামে অপূর্ণ মিলনে।
কিংবা যাও সূর্য্য দিগ্ধ পশ্চিম কান্তার,
দগ্ধ বনস্পতি যেথা আশ্রয় সবার।
দেখিবে সুরম্য শোভা, পঙ্কিল জলেতে,

অজ্ঞাত কমল লীলা সুজাতসুখেতে।

" ধন্য ধন্য হে কল্যাণি ! ধন্য চমৎকার,
পতিচিত্ত তবহেন দেখি নাহি আর।
না রোতো কারণ যদি সূর্য্য চন্দ্রমায়
ফুটিত কি কমল কুমুদ সে দোহায়।
না হইতা যদ্যপি এমন শশধর,
হইতা কি নিশি তাঁহে হেন সুখকর।
করুণ ঈশ্বর শুভে মঙ্গল তোমার,
সন্তুখের হউক উজ্জ্বল অন্ধকার।

৮ম চম্পক।

অন্বেষণ।

—যোড়করে।

' হে পিত দুর্গত গতি, করিতেছে পদে নতি,
ডাকে কন্যা তোমায় কাতরে।
পিতা তুমি দয়ার নিধান
রাখিলা দুর্জ্জন হস্তে প্রাণ
চাহে কন্যা পুনর্ব্বার, রাখ পিতা মান তার,
কোথায় না যায় যেন মান।

পিতা তুমি প্রসন্ন যেজনে, কিভয় তাহার ত্রিভুবনে
বিকার পবিত্রতায়, অনল জলের প্রায়,
শম দম সহজ সে জনে।

—“অহে তরুবর!
নমে দাসী তব পায়, দেওহে বিদায় তায়,
অশ্রুজল লহ উপহার।
আহা তুমি কত উপকার,
করিয়াছ অন্ত নাহি তার,
আছি যত দিনরব, বাঁধা সেই ঋণে তব,
লহ কৃতজ্ঞতা উপহার।”

“জলদ দেখিলা সখী কই,
সিন্ধুতট গিরিশ্রেণী অই।
দূরে বলে এইরূপ, দেখিতেছ তাররূপ
স্থির হও স্থির হও সই।
মহত্তে প্রবল অত্যাচার,
সহিয়া হে সখী যে প্রকার
উদার দয়ার সনে, আশ্রিত দুর্ব্বল জনে,
করেন রক্ষণ অনিবার।

তেমন এ মহা গিরিবর,
রক্ষেন মাতারে নিরন্তর,
সহিয়া হেলায়ধীর, অত্যাচার নীরধির,
তরঙ্গ প্রহার দুরুত্তর।
সখি এই যার দরশন,
করিল আকুল তব মন,
নিরখিয়া মেঘ হেন, হবে সত্য মেঘ যেন,
মোর শোক তাপ নিবারণ। ,,

" নমি যোড় করে,
অহে গিরি! বড় আশে, আইনু তোমার পাশে,
যেতে হলো নিরাশ অন্তরে।
কি আক্ষেপ, অহে গিরিবর!
তুমি না না ওষধিআকর,
এদগ্ধ হৃদয় প্রাণে, যোগ্য ঔষধের দানে,
হায় হায় হইলা কাতর।
আহা গিরি আহা হা তোমায়,
কতই রতন শোভা পায়,
কেবল ইহার মাঝে, না দেখি কোথাও রাজে,
কাঙ্গালীর হৃদি রত্ন হার।

বিচ্ছেদ সন্তাপে সদা দহে,
তৃষা আর হিয়া নাহি সহে,
ভাবিনু তোমার পরে, পাব প্রিয় সরোবরে,
ফলে মরীচিকাও তা নহে।
কিম্বা গিরি কি দোষ তোমার,
কর্ম্ম ফল সকলি আমার।
কর্ম্মদোষে বিধি যারে বাম জলনিধি নারে,
ঘুচাইতে পিপাসা তাহার। ,,

" অহে সখি দেখেছ কেমন,
ধূম-ময় নীরধি এখন।
নহে কি নীরধি সেই, ধূঁয়ার সাগর এই,
ঢাকিয়াছে পাতাল গগন। ,,

" অই দিকে দেখ দেখ সই,
কেমন আরক্ত রবি অই।
যেন পূর্ব্ব দিগঙ্গনা, বারিতে হিম যাতনা,
জ্বালিলা অনল হিম-জয়ী।
ক্রমে তিনি দেখহ কেমন,
উগ্র কান্তি করিলা ধারণ,

হিমগ্রস্ত প্রাণ প্রিয়া, তাই বুঝি নেহারিয়া
হিম নাশে কুপিলা এমন ।
বিশাল অকূল পারাবার,
পাইব কি সখি মোরা পার,
কল কল কল কলে, তরঙ্গ বহিছে জলে
নাহি প্রাণ দেহেতে আমার । ”

— —

“ অহে সখি ! বৃথা কর ভয়,
কর কর সাহস আশ্রয় ।
ভক্তি ভাবে ভাব তাঁরে, দয়াল নাবিক যাঁরে
অখিল সংসার জন কয় ।
অহে সখি কেমন তাঁহার
দয়া, নাহি নাহি অন্ত তার ।
তাঁহাতে ভরসা করি, যায় সুখে ভবে তরি
এনীরধি, বিন্দু কাছে তাঁর । ”

— —

“ দেখি সখি কেমন তরঙ্গে পারাবার,
তুঙ্গ সে তরঙ্গ কত । উঃ উঃ কিবা তার
পীন আয়তন । দুটি তরঙ্গের মাঝে,
একটী একটী যেন তটিনী বিরাজে ।

তুষারের লীলা যেন বিশাল উরসে,
নীরধির । আতপেতে কেমন ঝলসে । ,,

— —

"চতুর্দ্দিকে শুন শুন হে সখি কেমন,
হইতেছে নীরধির গম্ভীর গর্জ্জন ।
মনে লয় নীরধি উদরে দিক্‌চয়,
অসংখ্য ঘরট্টে পেষে লৌহের কলয় ।
কিম্বা যেন বলী ঊনপঞ্চাশ পবন,
করিতেছে বেগে স্থষ্টি নাশিতে গর্জ্জন । ,,

———

" দেখ দেখ অহে সখি সম্মুখে চাহিয়া,
জলাবর্ত্ত যেন শান্ত তাপসের হিয়া
এহেন বেগের অই তরঙ্গ নিকর,
ছুটি যায়, নাহি পশে ইহার ভিতর । ,,

———

" দেখ দেখ ওহে সখি ! ওদিকে কেমন,
জলোচ্ছ্বাস ছত্র হেন বুঝিনা কারণ ।
উথলি উথলি হেন ফুটিতেছে জল,
বুঝি সখি আছে নিম্নে বাড়ব অনল । ,,

———

" দেখ অই দিকে সখি ঘূরিছে কোথায়,
মহাবর্ত্ত মহাবেগে মহাচক্র প্রায়।
কোন স্থলে বক্রগতি লহরী সকল,
বহিছে উগরি উগরি শ্বেত জল।
কোন স্থলে ঢেউ সব কূর্ম্ম পৃষ্ঠাকারে,
তুলিতেছে সোহাগেতে রসে যেন করে। "

—

" দেখ দেখ সখি এবে চাহি চারি পাশে,
মিশিয়া গিয়াছে যেন নীরধি আকাশে।
উপরেতে অর্দ্ধ সূর্য্য আকাশের তলে,
আছে যেন অর্দ্ধ আর নীরধির জলে।
আকাশ মণ্ডল যেন ভাসিতেছে জলে,
কিম্বা ভাসে নীরনিধি আকাশের তলে। "

—

" দেখ দেখ অই সখি আকাশ মণ্ডলে,।
মেঘখণ্ড সব কিবা বিচিত্র উজলে।
আহা আহা অই সখি শ্বেত ছিল যাহা,
হইল রক্তিম রাগে কি রঞ্জিত তাহা।
পড়িয়াছে বিম্ব তার নীরধির জলে,
নীলিমায় রক্ত ছটা কেমন উজলে।

আহা সখি এই ছিল, শ্বেত নিভ যাহা
ক্ষণেতে হইল কিবা নীল নিভ তাহা।
অরে সখি এইরূপ মনুষ্যের গতি,
তথাপি সম্পদে গর্ব্ব বিস্ময়ের অতি। „

—

" অহে সখি দেখ দেখ নীরধি এখন,
নীলাকাশ হেন কান্ত হইলা কেমন।
গভীর কেমন এবে জলধি উদর,
অই কিহে ভাসে সখি জাহ্নবী মকর ? „

—

" অরুণের সহ রবি ক্রমে উত্তরিলা
অস্তাচলে প্রিয় রাগে অচলে ভেটিলা।

—

" নমি মোরা হে দেব ! তোমায় ভক্তিভরে,
আইলাম তপাইতে শোকের অন্তরে।
কিছু দিন না পারিবা লভিতে এখন,
কেবল প্রমোদ, শুনি বিহগ কুজন।
প্রভাতের প্রসাদের সম্পদ তোমায়,
হবে বিষাদের কিছু দিন প্রদোহায়।
পুষ্পে পুষ্পে রক্ত শোভা দেখিতে দেখিতে,

দুঃখিত হইবা সুখে দোহার অন্তিকে ।
দিবনা অসুখ অন্য সন্তান সকলে,
তব। না হইব বিঘ্ন পুষ্প পত্র ফলে।

" সখি আর কত দিন, দেখিব এনাথ হীন,
পৃথিবী, ঝরিবে, জল নয়নে আমার রে।
জ্বলি জ্বলি হিয়ানলে, চিত্রিয়ানলিনীদলে,
সেবন করিব সখি পাদপদ্ম তাঁর রে।
কতদিন সখি আর, লইয়া হিয়ায় ভার,
জাগিব উষায় দেখি, এহেন আমায়রে।
দেখি দেখি বনে বনে, মৃগ শিশু শুকগণে,
সুখ সংমিলনে, আমি, ব্যথিব হিয়ায়রে।
কতদিন সখি আর, মোহন প্রতিমা তাঁর,
শূন্য হৃদে নেহারিব, আম্র তলে তলে।
পতি ভেট রম্য সুখে, চাহিয়া দহিব দুঃখ,
কুমুদ কহ্লার রম্য, হেরি জলে জলে। ,,

" সখিরে দুখের ভার, বহিতে না পারি আর
বলে প্রাণ বাহিরিতে চায়।
কতলতা মঞ্জরিল কত পুষ্প বিকশিল,

বিধি বাম রহিলা আমায়।
সখিরে এদেহ মন, কত তাঁর যত্ন ধন,
কত তিনি করিলা যতন।
আছি আমি জনরবে, শুনেন যদিলো " তবে
হায় তিনি হইবা কেমন।,,

যেখানে থাকহ কান্ত, প্রণমি চরণ প্রান্ত,
বুঝি দেখা হইলনা আর,।
মনেরেশ মোর নামে, আছিল তোমার বামে
এক জন কিঙ্করী তোমার।
ছাড়িয়া জনম ভূমি উদাসীন হলে তুমি,
উদাসিনী হইয়া সেদাসী,।
সুধাইয়া জনে জনে, কেঁদে.কেঁদে বনে বনে
ফিরিয়াছে তোমায় তল্লাসি।
আহা তার কোন বনে, না হেরে ও চন্দ্রাননে
হয়ে শেষ বঞ্চিত আশায়।
বুঝাইয়া নিজে কত, হয়ে শেষে অশকত
তোমার সে গেছে ছেড়ে কায়।
স্মরিয়া একথা যবে, হৃদয় গলিয়া হবে,
অশ্রুরূপে উদয় নয়নে,

এদাসীরে ভাবি মনে, বামকরে সযতনে;
নাথতাহা মুছিবে তখনে। ;
কি হল কি হল হায় হায়,
প্রাণ সখি বুঝি ছেড়ে যায়;
নিমীলিত সুলোচন স্বর্ণ তনু বিবরণ
ঘন শ্বাস বহিছে নাসায়।
উঠ সখি উঠহ ত্বরায়,
দেহ মোর উত্তর কথায়;
বিজনে বিপদে ঘোরে একেলা ফেলিয়া মোরে
আহা তুমি চলিলা কোথায়?
সঙ্গিনী তোমার আমি হেন,
সঙ্গিনী কায়ার ছায়া যেন,
যায় কায়া যেই স্থলে ছায়ারে লইয়া চলে
তুমি মোরে ফেলে যাও কেন।
দয়ার আকর তব মনে,
কত তব দয়া সখি জনে,
শোকেতে আকুল মতি আজ এ সখীর প্রতি
নিরদয় হেরি কি কারণে।
সখি তুমি ছেড়ে যাও কায়,
এড়াইলা যন্ত্রণার দায়,

অভাগী কপাল গুণে দহিবারে শোকাগুণে
একেলা পড়িয়া রোল হায়।
আহা সরলতা উদারতা
নির্ম্মল পীরিতি সুশীলতা
নিরাশ্রয় আজি ভবে হইলা তোমরা সবে
গেল বুঝি আশ্রয়ের লতা।
অরে বিধি কি তব বিচার,
তেমন সম্পদ পদ যার,
এই তটিনীর কূলে এই তরু রাজি মূলে
এই দশা হয় হায় তাঁর।
আহা যাঁর চরণ কমলে
একটী কণ্টক বিদ্ধ হলে
হত তাঁর হৃদি মন আহা কত উচাটন
সচঞ্চল হইতো সকলে।
আজি তাঁর দিবা অবসান
দেহ ছেড়ে যায় যায় প্রাণ
অভাগিনী বিনা আর হেন কেহ নাহি তাঁর
একবিন্দু অশ্রু করে দান।
হাঁরে ওরে কাল বিষধর
কিবা তোর কঠিন অন্তর

এমন কোমল কায় কোন প্রাণে হায় হরি
দংশন করিলরে পামর।
ওরে রে বিচ্ছেদ কাছে তোর,
এত কিরে দোষী সখি মোর ?
আগে তাঁর দিলি সুখ শেষে দিয়া নানা দুখ
করালি কি ভব লীলা ভোর।
আহা এসময় হায় হায়
সখী-নাথ রহিলে কোথায়
এস এস দেখসিয়া শূন্য করি তব হিয়া
আজি তব প্রিয়া ছেড়ে যায়।
অহে স্রোতস্বতী, সমীরণ,
গগণ বিহারিপাখিগণ,
যদি কেহ কোন স্থলে দেখ তারে কোন ছলে
এই তবে জানাবে তখন।
অহে তব হৃদি-রত্ন যিনি
তোমার বিচ্ছেদ দুখে তিনি
সখী পাশে নদী কূলে বিজনে তরুর মূলে
হয়েছেন ভূতলশায়িনী
আহা যাঁর মধুময় রব
কতই সুখের ছিল তব

হয়েছেন সেই সতী   বুঝি চির মৌনব্রতী
আর না শুনিবে সেই রব।
সরল চক্ষের লীলা যাঁর
কি অমীয়া আছিল তোমার
বুঝি এজন্মের মত   তিনি মহা নিদ্রাগত
সেই লীলা না হেরিবে আর।
অহে যাঁর অঙ্গে অনিবার
করি কত ভাবের উগার
কি নির্ম্মল মনোহরী   বিম্বের সঞ্চার করি
উদ্ভাসিত হৃদয় তোমার।
অল্প দিনে সে ভাবের হিয়া
অস্থি শেষ হবে বিগলিয়া
গাইয়া তোমায় যত্নে   সরস সে মহারত্নে
যে রাখিত গেছে সে চলিয়া।
আহা যেই শরীর রতন
সুখ নিধি আছিল তেমন
কিছু কাল পরে আর   করিবে তা অস্থি সার
মাংস ভোজী পশু পাখিগণ।
অরে অভাগিনী—পাপ প্রাণ
প্রাণের স্বজনী ছেড়ে যান

মরু ভূমে গভীর প্রায়,
এই বিধি যেন তাঁ[illegible] দেখান চোখের ধারে
কল[illegible]লিল সুধায় ।
এই নাথ বিরহিণী, বিষাদিনী কপোতিনী
কোন বনে নাথে না পাইলা;
বিধির দয়ায় এই, আপনি কপোত সেই,
কাছে তার উড়িয়া আইলা ।

“ অরে সখি কোথা তাঁরে আইলি দেখিয়া
ফেলিয়া বাহিনী জলে চলরে লইয়া ।
একি একি কেন হেন সুখের সময়,
থর থর ওরে সখি কাঁপিছে হৃদয় ।
কেন কেন এসময় সুখের যেমন,
অন্তরে সুখের বোধ নাহয় তেমন ।
যেই বিভাবরী ভাবি পোহায় পোহায়,
হবে কিরে পরাবৃত্তগতি পুনরায় ।
কিবা যে আলোক হেরি সম্মুখে উষার,
গোধূলির আলো ভাগ্যে হবে কি আমার ।
দেখিলি যে ওরে সখি দেখিলি যে কায়া
নহে সেত মরীচিকা নহে সেত মায়া ।”

অয়ে কপোতি কপোতী,
আজি কি আনন্দ [illegible] তোমাদের মতি।
গাও তা প্রফুল্ল মনে, [illegible] সকল জনে,
বিমল প্রীতির রাজ্যে কেমন প্রকৃতি।
আজি কেমন তোমার,
বসন্ত উৎসব-ময়ী দেখিতেছ ধরা।
তনুর মাধুরী যাহা, গাইছে নীরবে তাহা,
তারে চেয়ে গাইতে কি পার তা তোমরা।
"কি কাজ সেবাসে আর কি কাজ আমার,
দারুণ বিষয় বোঝা বহিবনা আর॥
বনে বনে বেড়াইব, তাঁর পদ আরাধিব;
হেরিব প্রকৃতি রাজ্য মহিমা তাঁহার
যতনে যে মহারত্ন লভিয়াছি হায়,
মজিয়া বিষয়ে কিরে হারাইব তায়।
অচির সম্পদ ধন, চিরদিন [illegible],
আর না কাঞ্চন ছাড়ি কাচের [illegible]।

সম্পূর্ণ।